

দাম্পত্য কলহের একদিন

প্রদীপ দেব

“ধুতুরি ছাই! একটা কুকুরের জীবনও আমার চেয়ে ভালো হয়। সারাদিন অফিসে গাধার মতো খেটে এক পেট ক্ষুধা নিয়ে বাড়িতে আসি শান্তিতে দুটো ভাত খাবার জন্য। শালার ভাত! একটা কুকুরকেও তো মানুষ এর চেয়ে ভালো জিনিস রান্না করে দেয়। কোন কিছু বললেই চোখে কান্নার সাগর বইয়ে দেবে! কোন কক্ষণে যে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম!”

বলতে বলতে ভাতের পেটে সশব্দে পানি ঢেলে দিলো সুমন। পেট উপচে পানি গড়িয়ে পড়লো ডাইনিং টেবিলে। আন্তে আন্তে গড়িয়ে যাচ্ছে টেবিলের কিনারার দিকে। এসবের কিছুই খেয়াল করলো না সুমন। এক ধাক্কায় চেয়ার সরিয়ে ধূপ ধাপ ফ্লোর কাঁপিয়ে চলে গেলো ড্রয়িং রুমে। সশব্দে বন্ধ করে দিলো ড্রয়িং রুমের দরজা। এদিকে ডাইনিং টেবিলে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে পিয়ালী। তার চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার ভাতের পেটে। পেটে পানি ঢেলে সেও উঠে পড়লো কাঁদতে কাঁদতে। চলে গেলো বেড়রুমে। খাবার পর্ব এভাবেই শেষ হলো।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে সোফার কুশনে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে সুমন। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে তার। “কোন আক্কেলে যে মানুষ বিয়ে করে! কী কচু লাভ হলো আমার বিয়ে করে? এর নাম ফ্যামিলি লাইফ? এই-ই যদি তোমার ফ্যামিলি লাইফ হয়, তাহলে থাকো তুমি তোমার ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে, আমি সংসার ত্যাগ করবো। এরকম ফ্যামিলি লাইফ লিড করার বদলে আত্মহত্যা করা অনেক ভালো।”

মিনিট পনেরো পরে দরজার বাইরে হালকা পায়ের শব্দ। মুহূর্তেই সতর্ক সুমন। “সেই পুরনো কায়দা! ইচ্ছে হলেই তুমি অপমান করবে আমাকে, মনে করবে তোমার আরেকটি পোষা কুকুর! আর এখন এসেছো ভাব দেখাতে! কক্ষণো না। তোমার সাথে আবার ভাব করার চেয়ে গলায় দড়ি দেয়া ভালো।” মনে মনে প্রস্তুত হয়ে থাকে সুমন।

খুবই আন্তে করে দরজা খুলে গেলো ভেতরের দিকে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দের জন্য অপেক্ষা করছে সুমন, কিন্তু সেরকম কোন শব্দ হলো না। সুমন বুঝতে পারে রুমে ঢুকেছে সে। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে সোফার দিকে। সুমন শব্দ হয়ে পড়ে রইলো সোফায় মুখ গুঁজে। রাগ এখনো কমেনি তার। “হঁ! যতই তুমি মাফ চাও, সাধাসাধি করো, গলা জড়িয়ে কাঁদো, তুমি তা করতেই এসেছো আমি জানি, কিন্তু কোন কাজ হবে না। একটা কথাও তুমি বের করতে পারবে না আমার মুখ দিয়ে। এটাই ফাইনাল। দেখতে পাচ্ছে না, আমি ঘুমামি! তার মানে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না আর!”

সোফার কুশনের আরো গভীরে মুখ গুঁজে দিলো সুমন। মৃদু নাক ডাকার শব্দ করছে। কিন্তু কেন যেন নরম হয়ে যাচ্ছে সে। পুরুষও যে নারীর মতো ভেতরে ভেতরে এত দুর্বল তা তার জানা ছিল না। পুরুষ মানুষকে খুব সহজে কচলে তিক্ত করে দেয়া যায়, আবার একটু মিষ্টি হেসে মিষ্টিও করে ফেলা যায়। পিঠের কাছে উষ্ণ শরীরের স্পর্শ পেয়েও জোর করে শব্দ হয়ে থাকলো সুমন। সরে গেলো সোফার আরো ভেতরের দিকে, ঘুমন্ত মানুষের মতো পা দিয়ে পা ঘঁষলো একবার। মনে মনে নিজের সাথেই কথা বলে সে,

“উঁ! এখন আমার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পিঠের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে! একটু পরেই আমার কাঁধে চুমু খেতে শুরু করবে। পিয়ালী ঠিকই জানে যে তখন আমি আর চুপ করে থাকতে পারবো না। যাই হোক, মাফ তো তাকে করতেই হবে। তার এ অবস্থায় আসলে তাকে খুব বেশি টেনশানে রাখা উচিত নয় আমার। শান্তি হিসেবে আর এক ঘন্টা কথা বলবো না। এক ঘন্টা সে সাধাসাধি করুক। বুঝুক যে রাগ নামক একটা পদার্থ আমারও কিছুটা আছে। একঘন্টা পরে মাফ করে দেবো।”

সুমনের কান ঘেঁষে হাই তোলা শব্দ হলো এবার। পরপর কয়েকবার। কাঁধে তুলতুলে নরম ঠোঁটের স্পর্শে মুহূর্তেই গলে

গেলো সুমন। যতটুকু সম্ভব গলায় মিস্ত্রিতা ফুটিয়ে বললো, “এই শেষ বারের মতো মাফ করছি তোমাকে। খুব কষ্ট পেয়েছো তো? সরি। আসলে ভুলটা আমার। আমার উচিত হয়নি সামান্য তরকারি নিয়ে এরকম বিচ্ছিরি ঝগড়া করা। উঁম্‌ম্ - -” চোখ বন্ধ রেখেই হাত বাড়িয়ে পিয়ালীকে জড়িয়ে ধরতেই চমকে উঠলো সুমন। কোথায় পিয়ালী! এ যে পিয়ালীর কুকুর ডায়না।

১০ মে, ২০০৬
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া
